আমাদের সময়

তারিখ ... 27 FEB 2016 ...
পৃ ... ৪ ... কলাম ... ১ ......

■ তিতুমীর কলেজ ছাত্রাবাসে হামলায় আহত ১৫

শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করুন

ছাত্র রাজনীতির সোনালি দিন শেষ হয়েছে অনেক আগেই। রাজনৈতিক দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো এখন আর আগের মতো সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না। বরং ছাত্র ও যুব সংগঠনের কথা উঠলেই মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি থেকে শুরু করে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে তারা; যা কারও কাম্য হতে পারে না।

গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশ– তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রকাশ্যেই সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আহত করা হয়। কিন্তু হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা না দিয়ে উল্টো ভুক্তভোগী সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেই চাঁদাবাজি ও দাঙ্গা মামলা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ। এর রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ পাহারায় আবার আবাসিক হলে ঢুকে সশস্ত্র হামলা চালায় ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা। তাদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ১৫ জনেরও বেশি সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হন।

সার্বিক ছাত্র রাজনীতিরই নিদারুণ অবনতি ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কর্মকাণ্ড ওই সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিচ্ছে। নেতাকর্মীদের অস্ত্রবাজি জনমনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। কিছুদিন পর পরই দেশের কোনো না কোনো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের খবর আসে।

যারা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আমরা চাই না সন্ত্রাসমূলক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক, উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হোক, বন্ধ থাক কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিতে সুস্থ ধারা ফিরে আসুক– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।